দুনিয়ার মজদুর এক হও

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী ইশতেহার

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

WPBD71.ORG WPBD71 WPBD71 WPBD71 WPBD71

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী ইশতেহার

প্রকাশকাল
১৮ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকাশক
নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

মুদ্রণ
ভেকটর গ্রাফিকস এন্ড প্রিন্টিং
কাঁটাবন, ঢাকা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী ইশতেহার

দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন ও অর্থপাচার রোধ,
দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণসহ বাজার সিন্ডিকেট ভাঙ্গা এবং
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অসাম্প্রদায়িক
বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

দুনিয়ার মজদুর এক হও

প্রিয় দেশবাসী

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা নিন।

আগামী ৭ জানুয়ারি, ২০২৪ বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। গোটা দেশ এই নির্বাচনকে সামনে রেখে এক জটিল রাজনৈতিক ক্রান্তিকাল পার করছে। বিএনপি-জামাত জোট, তাদের সমর্থক কিছু দল ও জোট বর্তমান সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিগত বছরগুলোতে আন্দোলন করে আসছে। কিছু বামপন্থী দল এবং জোটও বর্তমান সরকারের পদত্যাগ ও নির্বাচনকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করে চলেছে এবং তাদের অবস্থান বিএনপি-জামাতের অবস্থান থেকে পৃথক করার পর্যায়ে নেই বরং সহায়ক হয়ে চলছে। এর বিপরীতে, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ও ১৪ দলীয় জোটসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহ সংবিধানের গৃহীত নীতির ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা ব্যক্ত করেছে এবং একই সঙ্গে নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু, জনগণের অংশগ্রহণমূলক করার দাবি করেছে।

প্রিয় দেশবাসী

দেশের জনগণ এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের অপেক্ষায় আছেন। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি গণতান্ত্রিক রীতি হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথাকথিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাদের পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'ভিসানীতি' নামক একটি হস্তক্ষেপমূলক প্রক্রিয়া শুরু করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই ভিসানীতির উদ্দেশ্য হিসেবে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলা হলেও তার অন্তরালে আসল উদ্দেশ্য কি, তা বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি সংসদ এবং সংসদের বাইরে তুলে ধরেছে। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র তার ভূ-রাজনৈতিক লক্ষ্য, বিশেষ করে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের রণনৈতিক অবস্থান দৃঢ় করার মধ্য দিয়ে এশিয়া ও বঙ্গোপসাগরে তাদের সামরিক অবস্থান এবং তৎপরতা বৃদ্ধি করতে চায়। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশে তাদের স্বার্থে স্থায়ী অবস্থান তৈরি করতে মরিয়া হয়ে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই দেশ-বিরোধী কর্মকাণ্ডের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ইতোমধ্যে 'রুখো আমেরিকা, রুখো বিএনপি-জামাত'–এই শ্লোগান তুলে দেশব্যাপী কর্মসূচি পালন করেছে। ওয়ার্কার্স পার্টির এই রাজনৈতিক কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্রকে কিছুটা ব্যাকফুটে নিয়ে গেলেও তারা বাংলাদেশের ক্রম-প্রবৃদ্ধিশীল অর্থনীতিকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশে বাধাগ্রস্ত করতে নানা বাণিজ্যিক চুক্তির শর্তারোপসহ ভিসানীতি প্রয়োগের হুমকি অব্যাহত রেখেছে। একই সাথে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের দেশের কোম্পানিগুলোকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য নানা প্রস্তাব রাখছে। ওয়ার্কার্স পার্টি মনে করে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে তথাকথিত গণতন্ত্র, অবাধ-সুষ্ঠু-অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের শ্লোগানের আড়ালে মূলত তাদের সামরিক-বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করতেই 'রেজিম চেঞ্জ' বা সরকার বদলের লক্ষ্য নিয়ে এগুচ্ছে।

ওয়ার্কার্স পার্টি মনে করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অতিমাত্রার শিষ্টাচার বহির্ভূত তৎপরতার মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে জনগণের মধ্যে আস্থাহীনতাসহ নির্বাচন পরবর্তীতে একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করার পাঁয়তারা করছে।

প্রিয় দেশবাসী

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একযুগেরও বেশী সময় ধরে দেশে সরকার পরিচালিত হচ্ছে। দেশে উন্নয়নের পাশাপাশি ভোটাধিকারসহ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্বলতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্যসহ জনজীবনের অনেক সংকট রয়েছে। জনগণ তাদের ভোটাধিকার সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারছেন না- এই অভিযোগও রয়েছে। তবে এসব অভিযোগ সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিগত এক যুগে দেশ আজ একটি উচ্চ প্রবৃদ্ধিশীল অর্থনীতিসহ উন্নয়নের মহাসড়কে উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-কক্সবাজার রেল লাইন, বঙ্গবন্ধু টানেলসহ বৃহৎ অবকাঠামোগত প্রকল্প সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

আমাদের দেশ বিশ্ব পরিস্থিতির বাইরে নয়। আপনারা জানেন, ২০১৯ থেকে বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতে কোভিড অতিমারি বিপুল মানুষের মৃত্যুসহ মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলো। এতে করে দেশি এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত শুধু নয়, মহাবিপর্যয়ের মধ্যেই পড়ে গিয়েছিলো। কৃষি ব্যতীত অন্যান্য সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অনাহার-অর্ধাহারে নিপতিত হয়। এই কঠিন অর্থনৈতিক ও মানবিক বিপর্যয় মোকাবেলা করতে পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ অর্থনীতিগুলোও হিমশিম খেয়ে যায়। জনগণকে বাঁচিয়ে রাখতে তারা ঔষধ, খাদ্য ও অন্যান্য পরিষেবায় সরকারি প্রণোদনা দিলেও অর্থনীতির স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। বাংলাদেশও এই বিপর্যয়ের বাইরে থাকেনি।

বাংলাদেশ কোভিড অতিমারীকে বেশ কিছুটা সফলতার সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম হলেও ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর পূর্ব ইউরোপসহ সারা ইউরোপে তাদের আধিপত্য বিস্তারের নীলনকশায় সংঘটিত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পৃথিবীতে নতুন করে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করে। তার তীব্র অভিঘাত আমাদের দেশের অর্থনীতিতে পড়ে।

প্রিয় দেশবাসী

আপনারা জানেন, ২০০৪ সালে বিএনপি-জামাত সরকারের আমলে সকল প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা নিক্ষেপ করে সাধারণ মানুষসহ রাজনৈতিক কর্মীদের নৃশংসভাবে হত্যার মাধ্যমে চরম জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিলো যার ফলে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা বিশেষ করে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ভুলুণ্ঠিত হয়ে যাচ্ছিল। তখন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, 'বিএনপি-জামাত সরকার আর না' শ্লোগান তুলে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের গণতন্ত্রমনা দল ও প্রগতিশীল শক্তির সাথে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলেছিল যার ফলে পরবর্তীতে দেশে জঙ্গীবাদবিরোধী মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সরকার গঠনে সহায়ক হয়েছিল। অনেক রাজনৈতিক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে বিগত বছরগুলোতে সরকারের ধারাবাহিকতার কারণে বাংলাদেশ প্রগতি ও উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে গেছে।

প্রিয় দেশবাসী

কোভিড-১৯ অতিমারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অর্থনৈতিক অভিঘাতসহ বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলায় সরকার কিছু কিছু প্রণোদনাসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও জনজীবনে এই সকল সংকটের প্রভাব এখনো রয়ে গেছে। ডলার সংকটের কারণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানিতে

বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে। ডলারের এই সংকট এবং টাকার অবমূল্যায়ন মূল্যস্ফীতিকে দশ শতাংশের উপরে নিয়ে গেছে। এই মূল্যস্ফীতিকে আরও দুর্বিষহ করে তুলছে নিত্যপণ্যের সিন্ডিকেটের অতিমুনাফার লোভ। আবার এই একই সময়ে, বাংলাদেশ থেকে এক দল অসাধু লোক কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। এই পাচারকৃত টাকা ফিরিয়ে আনার জন্য কার্যকর কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জ্বালানিসহ প্রায় সব সরকারি খাতে ভয়াবহ দুর্নীতি। অর্থনীতিতে এখন তৈরি হয়েছে একটি ক্রোনি ক্যাপিটালিজম যার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতার বলয়কে ব্যবহার করে কিছু কিছু গোষ্ঠী বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। সেই গোষ্ঠী লুটপাটকৃত অর্থ বিদেশে বিনিয়োগ করে খ্যাতি-প্রতিপত্তির মালিক হচ্ছে। দেশের আমলাতন্ত্রও সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে। অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার কারণে দেশের ব্যাংকিং খাতসহ অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং এর সরাসরি শিকার হচ্ছেন দেশের জনগণ।

অন্যদিকে, দেশের অর্থনীতি চালু রাখতে বিশেষত ডলার সংকট মোকাবেলায় সরকার আইএমএফ এর কাছ থেকে চার কিস্তিতে যে ৮০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে তার শর্ত হিসেবে ইতিমধ্যে বিদ্যুতের মূল্য কয়েক দফায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বৃদ্ধি করা হয়েছে জ্বালানি তেলের মূল্য। তার প্রভাব পড়ছে শিল্পপরিবহন ও কৃষিতে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের নানা প্রকল্পভিত্তিক সহায়তা সাময়িকভাবে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করলেও বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ বর্তমানে একশ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে যা দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশকে পরনির্ভরশীল অর্থনীতিতে পরিণত করছে। সর্বশেষ সারের মূল্য বৃদ্ধি করায় কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এসেছে স্থবিরতা। কিন্তু এই সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে যে খুব কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তা নয়। দুর্নীতি, অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা, টাকা পাচার, সিন্ডিকেট ব্যবস্থা এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ-এর প্রেসক্রিপশনে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশের বৈষম্য ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা জানাচ্ছে দেশে গিনি সূচক এখন প্রায় ০.৪৯২ এ পৌঁছেছে। এই সূচক দেশে ধনী গরীবের মধ্যে আর্থ সামাজিক বৈষম্যের ব্যবধানকে প্রকট করে তুলেছে। দেশের মোট ৫৫% সম্পদ এখন মাত্র ১০% ধনিক গোষ্ঠীর হাতে আর এই বৈষম্যের কারণে বিপুল সংখ্যক সাধারণ জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসনসহ মৌলিক মানবাধিকার ও সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রিয় দেশবাসী

ওয়ার্কার্স পার্টি দৃঢ়ভাবে মনে করে, ঔপনিবেশিক ধারার আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এই প্রবৃদ্ধি নির্ভর উন্নয়ন বাংলাদেশকে বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপর অধিকতর নির্ভরশীল করে তুলছে। আর এই সুযোগে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিনিয়োগের নামে দেশীয় সম্পদ বিশেষ করে তেল-গ্যাস লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। দেশীয় স্বার্থবিরোধী নানা চুক্তি সম্পাদন করে বহুজাতিক কোম্পানি ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজির সাথে একটা বন্ধন তৈরি হয় যা সম্পদ পাচারে আইনি ভিত্তি তৈরি করে দেয়। সরকারি অপচয়সহ নানা অনুৎপাদনমুখি বিনিয়োগ কালো টাকার একটি দুষ্ট বৃত্ত তৈরী করেছে। ওয়ার্কার্স পার্টি এইসব দুর্বৃত্তায়নের বিপরীতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নয়ননির্ভর একটি অর্থনীতি গড়ে তুলতে চায় যাতে মানুষের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। আর এর জন্য দরকার ব্লু ইকনমি, পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগ এবং সুষম বণ্টন। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি দীর্ঘদিন ধরে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কাররে জন্য সংসদের ভিতরে এবং বাইরে লড়াই করে আসছে। পার্টি সংসদের ভিতরেও জনগণের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়সহ

জনবিরোধী সকল কালা-কানুন বাতিলের জন্য সংগ্রাম করে আসছে। ১৯৭৯ সাল থেকে প্রায় প্রতিটি সংসদে গণতান্ত্রিকভাবে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে ওয়ার্কার্স পার্টি সংসদ সদস্যগণ জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মাধ্যমে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ধারা তৈরি করেছে। ইতোমধ্যে পার্টি সংসদে গত কয়েক দশক নিম্নলিখিত দাবিসমূহ উত্থাপন করে দেশের গণমানুষের অধিকার ও গণতন্ত্রের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়েছে। ওয়ার্কার্স পার্টি বিগত সংসদসমূহে জনসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিল উত্থাপনসহ শ্রমিক-কৃষকের দাবির প্রতি জোরালো ভূমিকা পালন করে আসছে। সংসদসমূহে ধারাবাহিকভাবে নানা বিষয়, বিশেষ করে হত্যা ক্যুসহ সামরিক রাজনীতির অবসান, সামরিক স্বৈরাচার থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ ও সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন, ৭২-এর সংবিধানে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধানের চার মূলনীতির পুনঃপ্রবর্তন, বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল ও সংখ্যালঘু সুরক্ষা বিল উত্থাপন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিককরণের বিপরীতে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, সন্ত্রাস, মাদক ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ করা, পাটকল-সুতাকলসহ সকল রাষ্ট্রীয় শিল্পের বিরাষ্ট্রীয়করণে বিরোধিতা, নয়াউদারতাবাদী অর্থনীতির বিরোধিতা ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতের প্রসার, বিদেশে গ্যাস রপ্তানি বন্ধ করা, বাপেক্সের ক্ষমতায়ন, আদিবাসীদের অধিকার, সার্বজনীন পেনশন স্কীম, ভূমি সংস্কার, জলবায়ু পরিবর্তন, গঙ্গা-তিস্তাসহ সকল নদী সমস্যার সমাধান, বন্যা প্রতিরোধ, বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি বন্ধ, জনমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তৈরি করা, কুইক রেন্টাল পদ্ধতি বাতিল, একমুখি সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন, বেকার কর্মসংস্থান, পদ্মাসেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশিয় অর্থায়নের যোগানসহ নানা গণতান্ত্রিক দাবি দাওয়া গুরুত্বের সাথে উত্থাপন করেছে। এতে করে একটি গণমুখী পার্টি হিসেবে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে।

প্রিয় দেশবাসী

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি সমতা-ন্যায্যতাভিত্তিক, বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি সংসদের ভিতরে শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের অধিকারের প্রশ্নেও সোচ্চার থেকেছে। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি মনে করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় সংসদীয় সরকার পদ্ধতি একটি অন্যতম অংশ। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সংসদে ভূমিকা পালন করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আমরা জানি, সংসদীয় ব্যবস্থার অনেক সীমাবদ্ধতা থাকলেও বাংলাদেশের জনগণ সংসদ নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে অংশগ্রহণ করে নিজের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করে। সংসদ নির্বাচন শুধু একজন সংসদ সদস্যের নির্বাচন নয়, এটি জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ও বটে। তাই জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে হত্যা, অবরোধ ও অগ্নিসন্ত্রাসের মাধ্যমে যারা বানচাল করতে চায় তারা মূলত জনগণের ভোটাধিকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি মনে করে তাদের এই সহিংস রাজনীতি গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করবে।

প্রিয় দেশবাসী

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি নিজ দলীয় একুশ দফা কর্মসূচির আলোকে একটি ন্যায্যতা-সমতাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক আধুনিক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামের পাশাপাশি ১৪ দলীয় জোটের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উন্নয়ন ও প্রগতির ধারাকে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর।

প্রিয় দেশবাসী

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, মাদক সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদকে উচ্ছেদ করে একটি সমতা-ন্যায্যতা ভিত্তিক বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করছে যাতে ব্যক্তির বাকস্বাধীনতা, জনগণের জীবন-জীবিকার অধিকার, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী, কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য, খেতমজুরের সারা বছর কাজের সুযোগ, দারিদ্র বিমোচনসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ, রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার, সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক অধিকার ও সুরক্ষা প্রদান, বেকার সমস্যার সমাধান, পরিবেশগত বিপর্যয়কে পরিকল্পিতভাবে মোকাবেলা, নদী ভাঙ্গন রোধ, বন্যা প্রতিরোধ, গঙ্গা-তিস্তাসহ অন্যান্য নদীর ন্যায্য হিস্যা আদায়, প্রস্তাবিত তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়ন, গ্রাম-শহরের বৈষম্য নিরোধ করা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সময়োপযোগী মানবসম্পদ তৈরি করা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি শিল্প উৎপাদনে এআই প্রযুক্তির ব্যবহার, টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তির সুবিধা সুবিধাবঞ্চিত নারী ও জনগোষ্ঠীর হাতে নিম্নমূল্যে পৌঁছানো, আধুনিক প্রযুক্তির উপর একচেটিয়া মালিকানা ভেঙ্গে জনগণের অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ফ্রি ওয়াইফাই সুবিধা, পরিবেশবান্ধব সবুজ ও স্বচ্ছ অর্থনীতি গড়ে তোলায় মানুষের খাদ্যাধিকার, তরুণ-যুবকদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা, সম্পদের সুষম বণ্টন, সাধারণ মানুষের ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তা এবং সর্বোপরি নিয়োগকেন্দ্রিক প্রবৃদ্ধিজাত উন্নয়নের সুফল সকলেই ভোগ করতে পারে।

প্রিয় দেশবাসী

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে সামগ্রিক বিবেচনায় বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সংসদীয় নির্বাচনজনিত ঐক্যের ধারায় ১৪ দলীয় জোটের সমঝোতার ভিত্তিতে নৌকা মার্কা এবং নিজ দলের প্রতীক হাতুড়ি মার্কা নিয়ে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি আশা করে, দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে আমাদের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করবেন।

প্রিয় দেশবাসী

আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি সংবিধানে ব্যক্ত গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শের ভিত্তিতে একটি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৮ দফা ঘোষণা করছে।

ওয়ার্কার্স পার্টির নির্বাচনী ২৮ দফা কর্মসূচি

১। দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন দমন

(ক) রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতিতে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নকে কঠোরভাবে দমন করা হবে। দুর্নীতি দমনে স্পেশাল কোর্ট তৈরি করে দ্রুত বিচার করার ব্যবস্থা করা হবে। দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলা হবে।

(খ) অবৈধভাবে পাচারকৃত কালো টাকা আইন করে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঋণ খেলাপী রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

(ক) চাল-ডাল-তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দিয়ে ন্যায্য বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। খাদ্যপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে।

(খ) বাজার ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনার জন্য ফড়িয়া প্রথা ও মজুতদারি রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(গ) মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতিসহ অন্যান্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করা হবে।

৩। রাজনৈতিক লক্ষ্য

(ক) ১৯৭২ সালের সংবিধানের আলোকে সমতা ও ন্যায্যতাভিত্তিক বৈষম্যহীন একটি অসাম্প্রদায়িক আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(খ) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মৌলিক মানবাধিকার, মানবসত্তার মর্যাদা ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা এবং জবাবদিহিমূলক প্রশাসনসহ একটি গণতান্ত্রিক জনমুখি রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। প্রশাসনের সর্বত্র সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

(গ) সকল ধরনের জনবিরোধী কালা-কানুন বাতিল করা হবে।

(ঘ) সকল ধরনের মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকে প্রতিহত করা হবে।

(ঙ) সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হবে যাতে পেশিশক্তি ও কালো টাকার প্রভাবমুক্ত একটি অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হয়। জাতীয় সংসদকে কার্যকর করা হবে।

(চ) নারী-নেতৃত্ব বিকাশে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

(ছ) আমাদের দেশের জনগণের দীর্ঘ লড়াইয়ের দাবি হচ্ছে স্বচ্ছতার সাথে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন ও স্বাধীন নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। তাই নির্বাচন কমিশনকে পূর্ণ ক্ষমতাসহ শক্তিশালী করা হবে।

সংবিধানের অধীনস্থ হয়েই প্রতি টার্মে সুনির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন সম্পন্নসহ সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হবে।

(জ) সকল ধর্মের জনগণের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হবে। বিশেষ কোনো ধর্মের জন্য অন্যের ধর্মের অধিকার হরণ, বাধা প্রদান কঠোর হস্তে দমন করাসহ জঙ্গিবাদকে নির্মূল করা হবে। রাজনীতিতে ধর্মের অপপ্রয়োগ বন্ধ করা হবে। আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

(ঝ) সর্বস্তরে আইনের শাসন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচার বিভাগকে ঢেলে সাজানো, ঔপনিবেশিক আইনী কাঠামো সংস্কার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করা হবে। গ্রাম আদালত থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ও আইনী ব্যবস্থা জনগণের হাতের নাগালে রাখা হবে।

(ঞ) গণতন্ত্রের মূল ধারায় প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হবে।

(ট) সংবাদপত্রসহ সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

(ঠ) মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এই রাষ্ট্রের জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য ও শিল্পকলার পরিতোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যাতে সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করে এতে অবদান রাখার সুযোগ পায়।

৪। বৈষম্য নিরসন আইন প্রণয়ন

(ক) একটি বৈষম্যনিরোধ আইন প্রণয়ন করা হবে। গ্রাম উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে এবং গ্রাম-শহরের বৈষম্য দূরীকরণে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

(খ) বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ন্যায্য দাবিগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।

৫। শোষণ মুক্তির লক্ষ্যে আইন ও বিধি প্রণয়ন

(ক) দেশের মেহনতি মানুষ বিশেষ করে শ্রমিক-কৃষক ও জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬। সামাজিক ক্ষমতায়ন

(ক) বেদে, হিজড়া/ রূপান্তরকামী, দলিত, হরিজন, প্রতিবন্ধী, ঋষিসহ সকল শ্রেণীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাজেট বৃদ্ধি ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি বাড়ানো হবে। হিজড়া ও রূপান্তরকামী জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য উত্তরাধিকার আইনে সংশোধন এনে তাদের সম্পত্তি লাভে অধিকার নিশ্চিত করা হবে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মূলস্রোতের জনগণের কাতারে থেকে তাদের অবদান রাখার সুযোগ তৈরি করা হবে।

(খ) সংখ্যাগরিষ্ঠ হতদরিদ্র জনগণ হাওড়-বাওড়, চরাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চলে বাস করেন, এছাড়াও শহরের ভাসমান বস্তিবাসী, নদী ভাঙ্গনের শিকার মানুষ, পশ্চাৎপদ চা শ্রমিকসহ সবাইকে পরিপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তার অধীনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়ে আসা হবে। ঐ সকল এলাকার উন্নয়নের জন্য বিশেষ দফতর, উপ-দফতর, পরিদপ্তর গঠন করে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

(গ) বয়স্ক, বিধবা, অসচ্ছল মহিলা, প্রতিবন্ধিসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাতা বৃদ্ধি করা হবে।

(ঘ) দরিদ্র জনগণের জন্য বসত ভিটা ও খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা সেবাসহ ন্যূনতম বেঁচে থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

(ঙ) বাংলাদেশের বিদ্যমান নীতি আইন কর্মসূচি পর্যালোচনা করে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন করে বিশেষজ্ঞ ও নাগরিকদের সমন্বয় করে একটি কমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদি প্রবীণ-সহায়ক কর্মসূচি প্রণয়ন করে তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে ।

৭। আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও নগরের প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন

(ক) পার্বত্য শান্তি চুক্তি ও ভূমি কমিশন পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

(খ) সংখ্যালঘু কমিশন ও সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা হবে। আদিবাসীদের সংস্কৃতি সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করা হবে।

(গ) দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ আইনসহ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হবে।

(ঘ) ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বিষয়ে একটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হবে।

(ঙ) ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে নিরুৎসাহিত করা হবে।

(চ) সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ে হরিজনদের পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ অন্যান্য পদে কোটাসহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ছ) সকল নগরবাসীর (প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও লিঙ্গ বৈচিত্র্য গোষ্ঠী) সমান সুযোগ ও অধিকার সমুন্নত রেখে, জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ উন্নয়নে পরিকল্পিত, সমন্বিত ও টেকসই পয়ঃনিষ্কাশন এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হবে।

(জ) নগরের প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে টেকসই ও মানসম্পন্ন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা হবে।

(ঝ) আদিবাসী ও অন্যান্যদের শিক্ষা ও চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।

৮। নারীর ক্ষমতায়ন

(ক) নারী অধিকার, ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা বিধানে জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার সনদ, সিডো সনদ, ভিয়েনা সম্মেলন ও বেইজিং সম্মেলনে প্রদত্ত সকল অধিকার ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইনে নারীর প্রতি যে সকল বৈষম্য রয়েছে তা দূর করে 'ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড' চালু করা হবে। নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য রোধ করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(খ) নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দলের কমিটিসমূহে ৩৩% নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা, সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী, দলিতসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীদের মানবাধিকার সংরক্ষণ, নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া অধিকার নিশ্চিত করাসহ নারীর অধিকার আদায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অধিকতর কার্যকর করা হবে।

(গ) মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর নারীর প্রতি বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, ঘৃণাসহ নেতিবাচক প্রচার বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

(ঘ) শহর ও গ্রামের অসহায়-দরিদ্র নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও কর্মজীবী নারীদের মজুরি বৈষম্য দূর করা হবে।

ঙ) গার্হস্থ্য নারীদের শ্রম অধিকার ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

৯। যুব অধিকার

(ক) একটি কর্মসংস্থানমুখী যুব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(খ) যুবকদের চাকরীতে নিয়োগের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হবে।

(গ) বেকারভাতা প্রদান করা হবে।

(ঘ) যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করে প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে জমাবিহীন ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে

(ঙ) মাদকমুক্ত যুব সমাজ গড়ে তোলা হবে।

(চ) যুবসমাজকে খেলাধুলায় অধিকতর উৎসাহিত করে ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

১০। শিশু-কিশোর অধিকার

(ক) জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন এবং শিশু শ্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলাসহ শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে স্বাধীন কমিশন গঠন করা হবে।

(খ) গ্রাম-শহরের প্রতিটি পাড়া মহল্লায় শিশুদের জন্য খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা হবে।

(গ) শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশে প্রতিটি পাড়া মহল্লায় পাঠাগার গড়ে তোলা হবে।

(ঘ) সকল শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

১১। শিক্ষার অধিকার

(ক) ২০১০ সালের প্রণীত শিক্ষানীতি অনুসারে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যমুক্ত মাতৃভাষানির্ভর একমুখী, সর্বজনীন ও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হবে।

(খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হবে। এই সব পাবলিক স্কুলে বিপুল সামাজিক বিনিয়োগ করে শিক্ষকদের বেতন-কাঠামো ও অবকাঠামো উন্নত করে গুণগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে যাতে ব্যক্তিমালিকানাধীন ও পাবলিক স্কুলের মধ্যে পার্থক্য না থাকে। গ্রাম-শহরের স্কুলের পার্থক্য নিরসন করা হবে।

(গ) পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, দেশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ও আদর্শ যুক্ত করা হবে যাতে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে একটি একক জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠে।

(ঘ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার বিবেচনায় কারিগরি, ব্যবসায়ী ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটানো হবে যাতে করে শিক্ষার্থীরা দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার পাশাপাশি অর্থনীতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখতে পারে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হবে।

(ঙ) উন্মুক্ত ও দূর শিক্ষণের পাশাপাশি অনলাইন পদ্ধতিতে পিছিয়ে পড়া, নারী ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রধান খাতের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং দক্ষ জনশক্তি হিসেবে তাদের সমাজে অবদান রাখার সুযোগ করে দেওয়া হবে।

(চ) উচ্চ শিক্ষায় গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে যুগোপযোগী করে সাজানো হবে। ইউজিসির মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে বিক্রি করার মানসিকতা থেকে বের করে এনে অলাভজনক সামাজিক বিনিয়োগের নীতিতে ফিরিয়ে আনা হবে।

(ছ) ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে যুগোপযোগী করে তার তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় শিক্ষাকে সংস্কার করে আধুনিক শিক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

(জ) সকল ধরনের কোচিং ও নোট বই ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

(ঝ) শিক্ষায় ডিজিটাল বৈষম্য দূর করা হবে। সরকারি খরচে সকল শিক্ষার্থী ইন্টারনেট সেবা পাবে।

(ঞ) সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(ট) আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদান বাস্তবায়ন করা হবে।

১২। স্বাস্থ্য সেবা

(ক) মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা হবে।

(খ) গর্ভকালীন শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস, শিশু মৃত্যুহার হ্রাস ও শিশুর স্বাস্থ্যকর বিকাশ নিশ্চিত করা হবে।

(গ) শিল্পক্ষেত্রে সার্বিক স্বাস্থ্যবিধির উন্নয়ন করা হবে।

(ঘ) মহামারি, স্থানিক রোগ, পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও অন্যান্য রোগের প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(ঙ) নারী পুরুষের সাম্যতার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি (পরিবার পরিকল্পনাসহ) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(চ) নারীর গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রয়োজনে বিনামূল্যে নিশ্চিত করা হবে। এছাড়াও গর্ভকালীন ও দুগ্ধবতী অবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা হবে।

(ছ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে, প্রত্যেক শিশুর জন্য চিকিৎসা সহায়তা ও স্বাস্থ্য সেবার শর্তগুলো নিশ্চিত করা হবে।

(জ) রোগ ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার কাঠামো, সহজপ্রাপ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ, প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য ও নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশ দূষণের বিপদ ও ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় নেওয়া হবে।

(ঝ) সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে, বিশেষত মা-বাবা ও শিশুদের জানানো হবে যে, তাদের স্বাস্থ্যের অধিকার আছে এবং শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান ব্যবহার, মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর উপকারিতা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

(ঞ) প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা, মাতা-পিতার জন্য দিকনির্দেশনা পরিবার পরিকল্পনার জন্য দরকারি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সেবা নিশ্চিত করা হবে।

(ট) ওষুধ নীতি কার্যকর করা হবে যাতে মানুষ ন্যায্যমূল্যে জীবনদায়ী ওষুধ সুলভে পায়। ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ওষুধ শিল্পকে মুনাফা ও জনকল্যাণে সামঞ্জস্য বিধান করে বিকশিত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।

(ঠ) ডেংগুসহ মশাবাহিত রোগ দূরীকরণে সামাজিক উদ্যোগকে সমন্বিত করা হবে।

(ড) শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর ও দরিদ্র নারী পুরুষের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা বিনামূল্যে প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

(ঢ) বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে দেশের মানুষ যাতে সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে না যায়, সে জন্য দেশে মানুষের নাগালের মধ্যে সুচিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

(ণ) ন্যাশনাল স্ট্রাটেজি ফর অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ ২০১৭-২০৩০ সংশোধনের মাধ্যমে বিবাহিত, অবিবাহিত, লিঙ্গ বৈচিত্রময়, প্রান্তিক সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীসহ সকল মানুষকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

(ত) সার্বিক যৌন শিক্ষা ও মনো-সামাজিক স্বাস্থ্যকে মূলধারার স্বাস্থ্যসেবার অন্তর্ভুক্ত করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৩। কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা

(ক) কৃষকরা যেন তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পায় তার জন্য বাজার ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে। খোদ কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

(খ) কৃষক যাতে সরাসরি তার উৎপাদন খরচের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মূল্যে পণ্য বাজারে বিক্রি করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।

(গ) কৃষকের জন্য উন্নত ও আধুনিক বাজার-ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে। কৃষক যাতে অনলাইনে নিজেই তার পণ্য বিক্রি করতে পারে এবং সরাসরি নিলামেও অংশ নিতে পারে তার জন্য অবকাঠামোসহ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবস্থা করা হবে। কৃষকের স্বার্থে কৃষি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হবে। জোনভিত্তিক শস্য ম্যাপিং করা হবে।

(ঘ) ক্ষুধা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং অপুষ্টি থেকে মুক্ত হয়ে, মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকারকে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা দেওয়া হবে। খাদ্য নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং নিরাপদ খাদ্য বাজারজাতকরণে কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হবে।

(ঙ) বায়োটেকনোলজি গবেষণা উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হবে। জলবায়ুর চাপ যেমন খরা, বন্যা, অসামঞ্জস্যপূর্ণ বৃষ্টিপাত এবং অপ্রত্যাশিত আবহাওয়ার ধরন মোকাবেলায় জলবায়ু-সহনশীল কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনে জোর দেওয়া হবে। মাটির গুণগত মান রক্ষায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শস্য বীমাসহ কৃষিতে ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(চ) কৃষকদের উৎপাদিত বীজের স্বীকৃতি এবং তাদের বীজ সংরক্ষণে সক্ষম করার জন্য একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। একই সাথে, বীজ সংরক্ষণ সম্পর্কিত ঐতিহ্যগত ও দেশীয় জ্ঞান সংরক্ষণের জন্য তহবিল বাড়ানো হবে।

(ছ) নারী কৃষকদের পুরুষদের সমান মজুরি এবং জমিতে তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হবে।

(জ) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে নারী-বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারে জোর দেওয়া হবে।

(ঝ) ক্ষুদ্র কৃষকদের সরাসরি আর্থিক সহায়তা বা ভর্তুকি/ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি কৃষি, শস্য বীমা নিশ্চিত করা হবে এবং কৃষকদের পরিবার, বিশেষ করে নারীদের জন্য সহজ নগদ প্রবাহ এবং আর্থিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হবে ।

(ঞ) কৃষকদের সমবায় সমিতিকে শক্তিশালী করতে সহজ শর্তে নিবন্ধন করা এবং বিদ্যমান সমবায় আইন সংশোধন করা হবে।

(ট) জলবায়ু সহনশীল, টেকসই এবং ন্যায়সঙ্গত কৃষিখাদ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কর্পোরেট

কৃষি খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তে পরিবারকেন্দ্রিক, জনকেন্দ্রিক কৃষিখাদ্য ব্যবস্থার বিকাশে রাষ্ট্রকে সক্রিয় করা হবে।

(ঠ) সাশ্রয়ী মূল্যের সম্প্রদায় ভিত্তিক ডিজিটাল প্রযুক্তি, সেইসাথে কৃষি ডিজিটালাইজেশন বাড়াতে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা দরকার। উপরন্তু, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ডিজিটাল সাক্ষরতা নিশ্চিত করা হবে।

(ড) একটি পরিপূর্ণ ভূমি সংস্কার করা হবে। প্রকৃত ভূমিহীনদের জমি ও চাষের উপকরণ দেওয়া হবে।

(ঢ) খেতমজুরদের আইনি ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারসহ সারা বছর কাজের ব্যবস্থা করা হবে। তাঁদের সর্বজনীন জমাবিহীন পেনশন স্কিমের অধীনে আনা হবে।

(ণ) মৎস্য, পোল্ট্রি, ডেইরিসহ সকল ধরনের খামারিদের সহজশর্তে ঋণসুবিধা নিশ্চিত করা হবে এবং এ খাতে বিদ্যমান প্রতিকূলতা দূর করতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

১৪। শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান

(ক) মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে বিরাষ্ট্রীয়করণ ও উদারীকরণের আত্মঘাতী নীতি পরিত্যাগ করা হবে। সংবিধানের নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত ও সমবায়ী মালিকানার সমন্বয়ে অর্থনীতি গড়ে তোলা হবে যাতে উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালীর মালিকানার নিয়ন্ত্রণ জনগণের হাতে থাকে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ, উন্নত ও লাভজনক করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(খ) ভারী শিল্পে বিনিয়োগসহ মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে প্রণোদনা দিয়ে রপ্তানিমুখী ও পরিবেশবান্ধব শিল্পনীতি বাস্তবায়ন করা হবে।

(গ) পরিকল্পিতভাবে ব্লু-ইকোনমি গড়ে তোলার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

(ঘ) বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হবে। যুব, নারী ও শিক্ষিত বেকারদের উদ্যোক্তা হিসাবে প্রণোদনা দেওয়া হবে।

(ঙ) উন্নয়ন-দর্শনে পরিবর্তন আনা হবে। বৈষম্য সৃষ্টিকারি, নিয়োগশূন্য প্রবৃদ্ধির বিপরীতে নিয়োগকেন্দ্রিক ও সামাজিক বিনিয়োগবান্ধব শিল্পকে নীতিসহায়তা দেওয়া হবে।

(চ) প্রতি বছর ন্যূনতম ১০% নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কর্মক্ষম সব মানুষের জন্য ক্রমান্বয়ে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করা হবে। প্রাথমিকভাবে দেশের সবচেয়ে দরিদ্র উপজেলাসমূহে খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে 'কর্মসংস্থান স্কীম' চালু এবং পর্যায়ক্রমে তা সম্প্রসারণ করা হবে।

১৫। শ্রম অধিকার ও সর্বনিম্ন মজুরি

পুঁজির ঘনীভবন এবং শুধু অবকাঠামো ভিত্তিক 'সবুজ উন্নয়ন'র বিপরীতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শ্রমের ন্যায্যতা তথা 'জাস্ট ট্রানজিশন' এর বিষয়সমূহ নিশ্চিত করা হবে।

(ক) বাংলাদেশের শ্রম আইন শ্রমিকবান্ধব না হওয়ায় আইএলও'র কনভেনশন অনুযায়ী শ্রম আইনের সংশোধন করা। ইপিজেডসহ সকল কলকারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(খ) আইনী সুরক্ষাসহ মানসম্মত জাতীয় ন্যূনতম মজুরির মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে। স্থায়ী মজুরী কমিশন গঠন করা হবে।

(গ) রাষ্ট্রীয় পাটকলসহ কলকারখানা রক্ষা, করোনাকালীন সুরক্ষা, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন, ন্যায্য মজুরি ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার রক্ষাসহ শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) ৯ দফা দাবি বাস্তবায়ন করা হবে।

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকল ক্ষেত্রে গ্র্যাচুইটি বাধ্যতামূলক করা হবে। শ্রমজীবীদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে সার্বজনীন পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কর্মের অন্তর্বর্তী সময়ে ভাতা প্রদান করা হবে।

(ঙ) সরকারি প্রতিষ্ঠানে আউট সোর্স পদ্ধতিতে নিয়োগ বন্ধ করে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের স্থায়ীভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হবে।

(চ) গার্মেন্টস খাতে মজুরি ন্যূনতম তেইশ হাজার টাকা বাস্তবায়ন করা হবে।

(ছ) শ্রমিকের নিরাপদ কর্মস্থল বাস্তবায়ন করা হবে। আইএলও কনভেনশন ১২১ অনুসারে কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ আইন সংশোধন করা হবে। আহত-নিহত শ্রমিকদের যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে।

(জ) চা, জাহাজভাঙা শ্রমিকসহ কৃষিফার্ম শ্রমিক ফেডারেশনের মজুরি ও চাকরি স্থায়ীকরণ এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি বাস্তবায়ন করা হবে।

(ঝ) শ্রমিকদের জন্য বিশেষ রেশনের ব্যবস্থা করা হবে।

১৬। শ্রম অভিবাসন ও প্রবাসী কল্যাণ

(ক) নারীদের জন্য বিশেষ সুরক্ষাসহ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসন নিশ্চিত করা হবে। নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও ন্যায়সঙ্গত করা হবে। অভিবাসীদের কল্যাণে বাজেট বরাদ্দ করা হবে এবং সব আইন ও নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হবে। নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

(খ) বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষ দেশের বাইরে কর্মরত। বিরাট অংকের রেমিট্যান্স তারা দেশে পাঠাচ্ছেন। এই অভিবাসি শ্রমিকদের সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় সুযোগ সৃষ্টিসহ তাদের পাঠানো অর্থের উপরে দাঁড়িয়ে শিল্প কলকারখানা গড়ে তোলা এবং অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ করা হবে।

১৭। বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

(ক) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন প্রসার এবং সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সার্বিক আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ গড়ে তোলা হবে।

(খ) মহাকাশ গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়ানো হবে।

(গ) চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সময়োপযোগী দক্ষ জনশক্তি, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

(ঘ) নির্দিষ্ট কয়েকটি শহরকে আইসিটি শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

(ঙ) বিনামূল্যে তথ্য প্রযুক্তি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় নেওয়া হবে।

(চ) বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সিংএ কর্মসংস্থানের অবকাঠামোসহ পেমেন্ট আদায়ে স্বচ্ছতা ও সহজীকরণ করা হবে।

১৮। জ্বালানি ও খনিজ

(ক) একটি স্বচ্ছ জবাবদিহিতামূলক আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা ও নবায়নযোগ্য বিকল্প জ্বালানী ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। বিদ্যুতের মূল্য না বাড়িয়ে বিদ্যুৎ সেক্টরে দুর্নীতি রোধ করা হবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী ক্রয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে। বাংলাদেশি তেল, গ্যাস কোম্পানি অনুসন্ধান বাপেক্স'কে আধুনিক প্রযুক্তিসহ আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ জনশক্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে।

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদনে কুইক রেন্টাল পদ্ধতি বাতিল করা হবে।

(গ) লুটেরা পুঁজিবাদী অর্থনীতি, লুটেরা শাসক গোষ্ঠী, ব্যক্তি গোষ্ঠীগত স্বার্থে দেশীয় খনিজ সম্পদসহ জাতীয় সম্পদ বেনিয়া সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিতে চায়। যে কোন মূল্যে এই প্রবণতা প্রতিরোধ করা হবে।

(ঘ) তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, বন্দর ইত্যাদি জাতীয় সম্পদগুলো দেশীয় পরিকল্পনায় জনস্বার্থে ব্যবহারের কৌশল নীতিমালায় জনগণের ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করা হবে। জাতীয় তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষার আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নেয়া হবে।

১৯। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষা

(ক) ধীরে ধীরে জীবাশ্ম ভিত্তিক জ্বালানি ব্যবহার বন্ধ করা হবে। গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের জন্য দায়ী ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলোকে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে এসে দ্রুত এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতির অর্থায়ন লস এন্ড ড্যামেজ ফান্ড নিশ্চিতের দাবি জানানো হবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা কমানোর জন্য আন্তর্জাতিক জনমত তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। জলবায়ু খাতে প্রাপ্য আন্তর্জাতিক তহবিল দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে খরচ করা হবে এবং তা অডিট করা হবে।

(খ) উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বের ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সীমাহীন মুনাফার মনোবৃত্তি বিশ্বজুড়ে কার্বন নিঃসরণ বাড়িয়ে চলেছে। যার পরিণতিতে 'জলবায়ু পরিবর্তন' সংঘটিত হচ্ছে। আর এর অভিঘাত সব দেশে পড়লেও গরিব দেশগুলোর উপর নেতিবাচক প্রভাব মারাত্মক হয়ে উঠেছে, সেই কারণে বৈশ্বিক জলাবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলায় জাতিসংঘের উদ্যোগে গৃহীত কিওটো প্রটোকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থানীয় জ্ঞান ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

(গ) জলবায়ু পরিবর্তন, ঘন ঘন দুর্যোগ, সুপেয় পানির তীব্র সংকট, আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধি জীবন-জীবিকার সংকট, দুর্বল অবকাঠামো, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা, প্রভৃতি দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকার মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। উপকূলের এই গভীর সংকট থেকে উত্তরণের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে ।

(ঘ) মাটি, পানি, বায়ুসহ সামগ্রীক পরিবেশ দূষণকারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে পরিবেশ দূষণরোধের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

(ঙ) উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সামগ্রিক ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সংযোগ স্থাপন করে দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য উপকূলীয় উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হবে।

(চ) উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ খাবার পানির স্থায়ী ব্যবস্থা করা হবে।

(ছ) দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলকে দুর্যোগপ্রবণ এলাকা ঘোষণা করে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

(জ) স্থায়ী জলাবদ্ধতা নিরসনে উপকূলীয় অঞ্চলে পানি নিষ্কাশনের জন্য সকল সংযোগ খাল পুনঃখনন ও স্লুইস গেট সংস্কার করা হবে। বিভিন্ন নদ-নদী উন্মুক্ত ও সংযোগ খালের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূর করা হবে।

(ঝ) সুন্দরবন সুরক্ষায় স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণসহ উপকূলীয় অঞ্চলকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষায় ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ, সবুজ বেষ্টনী তৈরি, নদীর চর বনায়নসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

(ঞ) সুন্দরবনসহ দেশের সর্বত্র পরিবেশ বান্ধব পর্যটনকে উৎসাহিত করা হবে।

(ট) বরেন্দ্র অঞ্চলের খরা ও পানি সমস্যার সমাধান করা হবে।

২০। নদী ও পাহাড় সংরক্ষণ

(ক) উন্নয়নের নামে দেশের নদী, বন, খাল-বিল ধ্বংস বন্ধ করা হবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ সকল শহরের নদী দখল ও দূষণ বন্ধ করা হবে। পলিথিনসহ প্লাস্টিক বর্জ্য বা দূষণ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শিল্প-কারখানার দূষণ রোধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(খ) বাংলাদেশের উন্নয়ন ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ বিবেচনায় পরিবেশ সুরক্ষাসহ পরিবেশকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড় কাটা বন্ধে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করা হবে। আবাসিক, বাণিজ্যিক, পর্যটন ও শিল্প প্রতিষ্ঠার নামে পাহাড় কাটা যাবে না। এই বিষয়ে জনসচেতনতাসহ গরিব জনগণকে পুনর্বাসন করে বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(ঘ) প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষিত করে উন্নয়নের প্রকল্প তৈরি করা হবে।

(ঙ) ভারত ও বাংলাদেশের অমীমাংসিত তিস্তাসহ অন্যান্য নদীর পানি চুক্তির বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

(চ) 'তিস্তা বাঁচাও, নদী বাঁচাও সংগ্রাম পরিষদ'র দাবি অনুসারে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

২১। সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিরাপদ সড়ক

(ক) রেল যোগাযোগকে গুরুত্ব দিয়ে নৌ ও সড়ক পথে সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

(খ) বাংলাদেশের সকল সড়ক নিরাপদ করার জন্য সরকার ঘোষিত ২৩টি অনুশাসন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৩.৬ ও ১১.২ এবং জাতিসংঘের বৈশ্বিক পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সেইফ সিস্টেম অ্যাপ্রোচের আলোকে একটি সড়ক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন ও তার কার্যকর প্রয়োগের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২২। রোহিঙ্গা সমস্যা

(ক) রোহিঙ্গাদের মায়ানমারের নিজ আবাসভূমিতে নিরাপদ প্রত্যাবর্তনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২৩। প্রতিরক্ষা

(ক) দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীকে যুগোপযোগী এবং শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হবে। প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিককে বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবেলায় জাতীয় সামরিক প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে।

(খ) সামরিক বাহিনীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে জনগণের মিত্রবাহিনী হিসেবে ভাবাদর্শগতভাবে, মতাদর্শগতভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলার উপর জোর দেওয়া হবে।

২৪। পররাষ্ট্র

(ক) সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়–এই নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। সংসদের অনুমতি ব্যতীত কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যাবে না। পররাষ্ট্র বিষয়ে চুক্তির ক্ষেত্রে উইন-উইন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হবে।

২৫। আঞ্চলিক জোট

(ক) জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নে সকল প্রকার স্বার্থ নিশ্চিত করে সকল পর্যায়ে আঞ্চলিক ও উপআঞ্চলিক অর্থনৈতিক ফোরাম যেমন, আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (এআরএফ), এশিয়া কো-অপারেশন ডায়ালগ (এসিডি), এশিয়া ইউরোপ মিটিং (আসেম), সার্ক, বিমসটেক, ডি-৮ ইত্যাদি ফোরামগুলিকে উদ্যোগী করতে হবে। বিসিআইএম (বাংলাদেশ-চায়না-ইণ্ডিয়া-মিয়ানমার) ইকোনমিক করিডোরের উদ্যোগসমূহ সক্রিয় করা হবে।

২৬। ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন

(ক) স্বাধীন ফিলিস্তিন আন্দোলনের প্রতি সমর্থন অব্যাহত থাকবে এবং গাজায় গণহত্যা বন্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে জনমত তৈরি করা হবে।

২৭। ন্যাটোর সম্প্রসারণে বিরোধিতা

(ক) এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটের সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। সাম্রাজ্যবাদী সকল যুদ্ধ ও স্যাংশন বন্ধ করার জন্য জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিসরে জন-আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

২৮। সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা

(ক) সাম্রাজ্যবাদ, নয়াউদারতাবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করা হবে। বিশ্ব শান্তি আন্দোলনকে জোরদার করা হবে।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল একটি জনগণতান্ত্রিক শোষণমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলার জন্য। নানা রাজনৈতিক প্রবাহের মধ্য দিয়ে দেশ আজ পঞ্চাশ বছর পরেও গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করছে। সেই সংগ্রামের অংশ হিসেবে ওয়ার্কার্স পার্টি একটি সাম্য-সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাসহ সমাজে শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই করে আসছে। এই লড়াইয়ে সংসদীয় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ওয়ার্কার্স পার্টি জনগণের সামনে ২৮ দফা দাবি পার্টির নির্বাচনী অঙ্গীকার হিসেবে পেশ করছে।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
ই-মেইল: wpartymail@gmail.com